নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনবিষয়ক গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

সময়কাল

দুই কর্মদিবস

উপযোগী

গ্রাম ওয়াশ কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব

প্রশিক্ষণের স্থান

বিএলসি

আয়োজনে

ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি এবং ব্র্যাক লার্নিং ডিভিশন

কোর্সের লক্ষ্য

গ্রামের সকলের জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা উন্নয়ন করা।

কোর্সের উদ্দেশ্য

এই কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারিগণ

- গ্রামের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।
- ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি সম্পর্কে জেনে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।
- নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং নেতৃত্ব বিকাশে উদ্বুদ্ধ হবেন।
- দলীয় কাজের প্রয়োজনীয়তা, গতিশীলতা, গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- জন যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মিটিং আয়োজন ও পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জেনে সঠিকভাবে মিটিং পরিচালনা করতে পারবেন।
- গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বলতে পারবেন।
- গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও মনিটরিংএর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সাবান আলির বোধোদয়

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার কদুরখিল গ্রামের মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ সাবান আলী। স্ত্রী পহেলা বানু তিন ছেলে, দুই মেয়ে ও চার নাতি-নাতনি নিয়ে সাবান আলির সুখের সংসার। খেয়েপরে প্রতিবছর কিছু টাকা ব্যাংকে জমা করতে পারেন। দুই মেয়েকে মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়ে পাত্রস্থ করেছেন এবং মেয়েরা স্বামীসন্তান নিয়ে সুখের সংসার করছেন। ছেলেরা ব্যবসার কাজে বাবাকে সময় দিতে গিয়ে তেমন লেখাপড়া করতে পারেনি। বর্তমানে সাবান আলি স্ত্রী ছেলে ও নাতি-নাতনি নিয়ে ১০ জনের যৌথ পরিবারে জীবন যাপন করছেন। বর্তমানে জমিজমা এবং ব্যবসা ছেলেরাই দেখাশোনা করে।

পাশের গ্রামে সাবান আলির আত্মীয়স্বজনরা বেশ প্রভাবশালী। তারা তাদের গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত আছেন। এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সরকারি/বেসরকারি কমিটিতে তারা কেউ না কেউ সব সময় জড়িত থাকেন। সাবান আলিও সবসময় তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থেকে বিভিন্ন সভায় যোগদান করেন। কিন্তু নিজের পরিবার বা গ্রামে কোনটাই কখনও বাস্তবায়ন করেন না, ফলে গ্রামে বিভিন্ন সময়ে মহামারী, রোগবালাই লেগেই থাকে। কদুরখিল গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে হাতে-গোনা কয়েকটি, গ্রামবাসী খোলা জায়গায় ময়লা-আবর্জনা ফেলে, নলকূপের স্বল্পতা থাকায় পুকুর ও নদীর পানি রান্নাসহ গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে। গত বছর ডায়রিয়াজনিত রোগে গ্রামের অনেকেই আক্রান্ত হয় ও দুই একদিনের মধ্যে ৯/১০ জন লোক মারা যায়। এ বছর সাবান আলির পরিবারের সবাই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় ও সাবান আলীর স্ত্রী ময়লা বানু মারা যায়। এতে সাবান আলির পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে, বিষয়টিতে সাবান আলির কর্মচাঞ্চল্য কমে যায় এবং সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ সেই বছর চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার কদুরখিল গ্রামে ডায়রিয়াজনিত মহামারী সৃষ্টির কারণ উদঘাটন করার মাধ্যমে ২০০৬ সালে বোয়ালখালী উপজেলায় ওয়াশ কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ব্র্যাক বোয়ালখালী উপজেলা অফিসের সাপ্তাহিক সভায় উক্ত গ্রামে ওয়াশ কর্মসূচি গ্রহণের প্রাধান্য পায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২/৩ জন ব্র্যাককর্মী উক্ত গ্রামে পরিভ্রমণে যান এবং বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে আলোচনা করেন। উপস্থিত এলাকাবাসীর মতামতের ভিত্তিতে পরদিন জমিলা বিবির বাড়িতে বসার সিদ্ধান্ত হয়। ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উদ্যোগে জমিলা বিবির বাড়িতে গ্রামের সকল লোকজন উপস্থিত হয়ে তারা নিজেরাই একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির নাম **"গ্রাম ওয়াশ কমিটি"**।

এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রাম ওয়াশ কমিটির উদ্যোগে একটি সভার আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় অনেকের মধ্যে সাবান আলিও উপস্থিত ছিলেন। গ্রাম ওয়াশ কমিটির সভায় সেদিন কমিটি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ব্র্যাক অফিসের কর্মীগণের সমন্বয়ে স্বাস্থ্যবিধির হাত ধোয়া সম্পর্কে ৫টি মূল বার্তা প্রচার করা হয়। এ ছাড়াও নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার না করার কুফল সর্ম্পকে অনেক কথা জানানো হয়। গ্রাম ওয়াশ কমিটির আলোচনাসভায় এসব স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বার্তা শোনার পর সাবান আলি তার ভুল বুঝতে পারেন। বর্তমানে কদুরখিল গ্রাম ওয়াশ কমিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে ও গ্রামবাসীর সহযোগিতায় সেখানে স্বাস্থ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে। গ্রামবাসী এখন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। শিশুর পায়খানা ল্যাট্রিনে ফেলে, ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে এবং গোড়াপাকা নলকূপের পানি রান্নাসহ গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে। বর্তমানে কদুরখিল গ্রামে জনস্বাস্থ্যের সমস্যা নেই বললেই চলে। কিন্তু ততদিনে সাবান আলির প্রিয়তমা স্ত্রী আর দুনিয়াতে নেই।

প্রশ্ন :-

০১. সাবান আলির প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে ?
০২. কদুরখিল গ্রামের ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাবের কারণগুলো কী কী ?
০৩. কদুরখিল গ্রামে ব্র্যাকের গবেষণা কেন হয়েছিল ?
০৪. কদুরখীল গ্রামে বর্তমান অবস্থা কেমন ও কেন ?
০৫. এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় কী ?

(বি:দ্র: উল্লিখিত ব্যক্তির নাম ও গ্রাম কাল্পনিক)

সোশ্যাল ম্যাপ থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ

০১. গ্রামের প্রায় ৬০% ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মত নয়।
০২. স্লাব-রিং দিয়ে ল্যাট্রিন তৈরি হলেও অধিকাংশ ল্যাট্রিনের ওয়াটারসিল ভাঙা।
০৩. ল্যাট্রিন উপরে পাকা হলেও নিচের অংশ খোলা, যার কারণে খাল বা পুকুরে ময়লা যায়।
০৪. টিউবওয়েলের গোড়া কাঁচা এবং পানির নালা নেই।
০৫. টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা করা নেই থাকলেও লাল দাগযুক্ত টিউবওয়েলের পানি পানসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছে।
০৬. ল্যাট্রিনের পাশে স্যান্ডেল ও সাবান রাখা নেই।
০৭. বাড়ির আঙিনা অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন।

গ্রামের পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন বিষয়ক চ্যালেঞ্জসমূহ

পরিবেশের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয় (গোল ৭- স্থায়িত্বশীল কর্মউপযোগী পরিবেশ সংরক্ষণ/নিশ্চিতকরণ)। এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে (লক্ষ্যমাত্রা-১০ '২০১৫ সালের মধ্যে নিরাপদ পানি এবং ন্যূনতম স্যানিটেশনসুবিধা বঞ্চিত জনসংখ্যার হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা')। ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্যানিটেশন কভারেজ ৮১% যা থেকে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, ১০০% স্যানিটেশন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে এখনও অনেকটা পথ চলতে হবে। প্রতিটি গ্রাম যদি ১০০% স্যানিটেশনের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে তাহলে অচিরেই বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। তবে গ্রামগুলোতে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারিগণ প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের অন্তরায়সমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মূল ফোকাস :-

- ওয়াটার সীল যুক্ত পায়খানা নিশ্চিত করা
- ওয়াশ কর্মসূচির বার্তা সমূহ অভ্যাসে পরিনত করা
- নলকুপের গোড়া পাকা করানো
- এডিপির ২০% স্যানিটেশন খাতের বরাদ্ধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

গ্রামের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ

১. ওয়াটসান কমিটি ও তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা
২. ওয়াটারসিলসহ ল্যাট্রিন স্থাপন করা
৩. আর্সেনিক পরীক্ষা নিশ্চিত করা ও আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার না করা
৪. সরকারের ১০০% স্যানিটেশন ঘোষণার বাস্তবায়নে বাধাসমূহ দুর করা
৫. স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়াশ বার্তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
৬. সরকারি/বেসরকারি সুযোগসুবিধা আদায় করা
৭. অকেজো ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল মেরামত করা
৮. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তহবিল সংগ্রহ করা
৯. এডিপির স্যানিটেশন তহবিল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা
১০. স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করে স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা নিশ্চিত করা
১১. পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পালন করে কি না তার তদারকি করা

চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধানের সম্ভাব্য উপায়

- উদ্যোগী জনগণের মাধ্যমে গ্রামের সকলকে সংগঠিত করা
- সমস্যাগুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করা
- সমস্যা সমাধানের জন্য কমিটি করে দায়িত্ব বণ্টন করা
- সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ-সুবিধা সমূহ নিশ্চিত করা
- উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা
- অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনের ক্ষতিকর দিকসমূহ সকলের কাছে তুলে ধরা
- ওয়াশ বার্তাসমূহ আচরণে পরিণত করা
- পানিবাহিত রোগ ও আর্সেনিকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা
- কমিটির কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা মনিটরিং ও দেখাশোনা করা

ওয়াশ আচরণসমূহ

১. ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর দুই হাত সাবান দিয়ে ঘষে ধুতে হবে
২. খাবার গ্রহনের আগে দুই হাত সাবান দিয়ে ঘষে ধুতে হবে
৩. সকলের বাড়ির কাছে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন থাকতে হবে
৪. বাড়ীর সকল সদস্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করবে (স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন হলো যেই ল্যাট্রিনে ওয়াটার সীল/সাইফুন/গুজনেক আছে এবং যেখানে মল মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারে না)

৫. স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার করতে হবে

৬. (রক্ষণাবেক্ষণ অর্থ ওয়াটার সীল/সাইফুন/গুজনেক অক্ষত আছে, গর্ত ব্যবহার করা যায় এবং ত্রুটিহীন অবকাঠামো। পরিষ্কার ল্যাট্রিন অর্থ কোন দৃশ্যমান মল বা বর্জ্য মেঝেতে নেই, ওয়াটার সীল /সাইফুন/গুজনেকে কোন দৃশ্যমান মল নেই, মাছির উপস্থিতী কম বা একেবারেই নেই, তুলনামূলক ভাবে কম দুর্গন্ধ)

৭. নিরাপদ পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ হবে (নিরাপদ পানি সংগ্রহ বলতে ঢাকনা সহ পরিষ্কার পাত্রে সংগ্রহ বোঝায়। যদি পানি ঢেলে নেয়া না হয় বা কলস ব্যবহার করা না হয় সেই ক্ষেত্রে পাত্র থেকে পানি নেয়ার জন্য কাছাকাছি পরিষ্কার কাপ রাখতে হবে। আঙ্গুল যাতে পানি স্পর্শ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। নিরাপদ সংরক্ষণ অর্থ ঢাকনাসহ পরিষ্কার পাত্রে মেঝে থেকে উঁচুতে রেখে সংরক্ষণ। পরিষ্কার পাত্র অর্থ হল যে পাত্রটি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার সাবান দিয়ে ঘষে ধোয়া হয়।)

৮. খাওয়া ও রান্নার জন্য নিরাপদ উৎসের (আর্সেনিক ও জীবাণুমুক্ত) পানি ব্যবহার করতে হবে।

স্যানিটেশন সংক্রান্ত ২ টি করণীয়

১. রক্ষণাবেক্ষণ

২. পায়খানা ভরে গেলে করণীয়

ব্র্যাক

ব্র্যাক বর্তমানে একটি আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভের অব্যবহিত পরপরই বিধ্বস্ত, বিপন্ন মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্র্যাক তার যাত্রা শুরু করেছিল ।
১৯৭২ সাল থেকে একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি

ওয়াশ প্রেক্ষাপট

- ব্র্যাকের বহুমাত্রিক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম কর্মসূচি হচ্ছে নিরাপদ পানি , স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচি।
- নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় ২০০৬ সালের মে মাস থেকে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি শুরু করে।
- আশির দশকে গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে গিয়ে ব্র্যাক ডায়রিয়ার চিকিৎসা খাবার স্যালাইন বানানো শিক্ষা দেয়, এরই

  ধারাবাহিকতায় এবার ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি ও মলবাহিত রোগ বিস্তার রোধে ওয়াশ কর্মসূচি হাতে নেয়।

ওয়াশ কর্মসূচির ধারণা

ব্র্যাক একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে মাবকল্যাণের জন্য ১৯৭২ সাল থেকে কাজ করে আসছে। এর আলোকে ১৯৮০ দশকে OTEP কর্মসুচির মাধ্যমে সারা দেশে প্রতিটি পরিবারে ডায়রিয়ার সহজ চিকিৎসা ঘরে বসে লবণ, গুড়, পানিমিশ্রিত স্যালাইন তৈরির বার্তা প্রদান করা হয়। সেসময় ডায়রিয়া প্রতিরোধের জন্য নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

পরবর্তী সময়ে ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির CSP, PHC এবং EHC-র কম্পোনেন্ট হিসাবে WATSAN এর সঙ্গে কাজ করে, এর পরবর্তী সময়ে ৮৪১টি VSC-র মাধ্যমে প্রায় ২.৪ মিলিয়ন স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। এর আওতায় ৯২টি ইউনিয়ন, ১টি উপজেলা ও ১টি জেলায় ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করা হয়। প্রতিটি গ্রাম সংগঠনে স্বাস্থ্যবিধির বার্তাসমূহ প্রচার করা হয়। ১৯৯৮ সালে ইউনিসেফএর সহায়তায় আর্সেনিক মিটিগেশন কর্মসূচি শুরু হয়। উক্ত কর্মসূচি ব্র্যাক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ যৌথভাবে ৫টি উপজেলায় পল্লী অঞ্চলে পাইপ লাইন ও বিভিন্ন বিকল্প পানি উৎসের প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ

কর্মসূচি শুরু করে যা এখনো অব্যাহত আছে। এ ছাড়া ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি 'ব্যক্তিস্বাস্থ্য' বিষয়টিকে পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করে । পাশাপাশি ১ লক্ষ ৩৭ হাজার নলকুপের পানির আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করা হয় ।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা)* অর্জনের অঙ্গীকারকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের মধ্যে ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করে। গবেষণালব্ধ ফলাফল ও অভিজ্ঞতার আলোকে ২০০৬ সালের মে মাস থেকে ওয়াটার স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচী হাতে নেয়। ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা অপরিহার্য। তাই জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিগ্রামে একটি ওয়াশ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এবং নিজেরাই সমাধানের উপায় বের করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বর্তমানে এই কর্মসূচি বাংলাদেশের মোট ১৫০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । এর আওতায় ৩৭.৫ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনসেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।

ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির উপাদান

১. নিরাপদ পানি
২. স্যানিটেশন
৩. হাইজিন বা স্বাস্থ্যবিধি
৪. স্কুল ওয়াশ

ওয়াশ কর্মসূচির লক্ষ্য

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, নিরাপদ পানি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক MDG-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণির বিশেষ করে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সহায়তার মাধ্যমে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ওয়াশ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে টেকসই ও সমন্বিত ওয়াশ সেবা প্রদান।
- জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদ হাইজিন অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে খোলা ল্যাট্রিন, দূষিত পানি ও মানুষের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসজনিত দূষণচক্র ভেঙে ফেলা।
- ওয়াশ সেবাসমূহের প্রসার ঘটানো এবং স্থায়িত্বকরণ নিশ্চিত করা।

মূল ফোকাস

- নিরাপদ পানি স্যানিটেশন ও হাইজিন অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো
- গ্রাম ওয়াশ কমিটির সম্পৃক্ততা বাড়ানো
- ওয়াশ কর্মসূচির বার্তা সমূহ অভ্যাসে পরিনত করা
- এডিপির ২০% স্যানিটেশন খাতের বরাদ্ধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা
- সকলের বাড়ীতে ওয়াটার সীল যুক্ত স্বাস্থ্যসন্মত পায়খানা নিশ্চিত করা

হাইজিনের আচরণসমূহ

১. ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর দুই হাত সাবান দিয়ে ধোয়া

২. খাবার গ্রহনের আগে দুই হাত সাবান দিয়ে ধোয়া

৩. সকলের বাড়ির কাছে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন থাকতে হবে

৪. বাড়ীর সকল সদস্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করবে (স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন হলো যেই ল্যাট্রিনে ওয়াটার সীল/সাইফুন/গুজনেক আছে এবং যেখানে মল মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারে না।)

৫. স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কারকরন।

(রক্ষণাবেক্ষণ অর্থ ওয়াটার সীল/সাইফুন/গুজনেক অক্ষত আছে, গর্ত ব্যবহার করা যায় এবং ত্রুটিহীন অবকাঠামো। পরিষ্কার ল্যাট্রিন অর্থ কোন দৃশ্যমান মল বা বর্জ্য মেঝেতে নেই, ওয়াটার সীল/সাইফুন/গুজনেকে কোন দৃশ্যমান মল নেই, মাছির উপস্থিতি কম বা একেবারেই নেই, তুলনামূলক ভাবে কম দুর্গন্ধ।)

৬. নিরাপদে পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

(নিরাপদে পানি সংগ্রহ বলতে ঢাকনা সহ পরিষ্কার পাত্রে সংগ্রহ বোঝায়। যদি পানি ঢেলে নেয়া না হয় বা কলস ব্যবহার করা না হয় সেই ক্ষেত্রে পাত্র থেকে পানি নেয়ার জন্য কাছাকাছি পরিষ্কার কাপ রাখতে হবে। পানিতে যাতে আঙ্গুলের স্পর্শ না লাগে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। নিরাপদ পানি সংরক্ষণ অর্থ ঢাকনাসহ পরিষ্কার পাত্রে মেঝেথেকে উঁচুতে রেখে সংরক্ষণ। পরিষ্কার পাত্র অর্থ হল যে পাত্রটি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার সাবান/বালু দিয়ে ঘষে ধোয়া হয়।)

৭. খাওয়া ও রান্নার জন্য নিরাপদ উৎসের পানি ব্যবহার করতে হবে

জৈব সার

জৈব সার হল এমন এক সার যা এক বা একাধিক জৈব উপাদান দ্বারা তৈরি হয়। এর উপাদানগুলো প্রণিজ বা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে কিংবা এ দুইয়ের সমন্বয়েও গঠিত হয়। এই সার সম্পুর্নভাবে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি, এতে কোন রকম কৃত্রিম বা রাসায়সিক উপাদান ব্যবহার হয় না। জৈব সার তৈরিতে বিভিন্ন রকম উপাদান ব্যবহৃত হয় এর মধ্যে গোবর, মুরগির বিষ্ঠা, মানব বর্জ্য, হাড়ের গুড়া অথবা প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ যেমন খনিজ চুন অন্যতম।

জৈব সারের প্রকারভেদ

প্রধানত তিন ধরনের জৈবসার বাজারে দেখা যায়। এগুলো হল:

১. খনিজ জাত জৈবসার
২. প্রানিজ জৈবসার
৩. কম্পোষ্ট সার

প্রধানত তিন ধরনের জৈবসার বাজারে দেখা যায়। এগুলো হল:

১. খনিজ জাত জৈবসার : এই সার মাটির সথে খুব ধীরে ধীরে মিশে মাটির উর্বরা শক্তি দীর্ঘ কাল ধরে রাখে। যেমন: ইপসম লবন, সবুজ বালি, জিপসাম অথবা চুন ইত্যাদি।

২. প্রানিজ জৈবসার : বিভিন্ন প্রাণির বর্জ্য, রক্ত, হাড়ের গুড়া বা মাছের উচ্ছিষ্টাংশ দিয়ে এ সার তৈরি করা হয়। এ সারে শুধু বর্জ্য বা বর্জ্যের সাথে অন্যান্য উপাদান যোগ করা হয়।

৩. কম্পোষ্ট সার : নানা রকমের জৈব উপাদান পচিয়ে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে এই সার তৈরি করা হয়। এটি সাধারনত কচুরী পানা, গৃহস্থালী বর্জ্য অথবা এর সাথে গোবর মিশিয়ে তৈরি করা হয়। মানব বর্জ্য থেকেও উৎকৃষ্ট মানের সার তৈরি করা সম্ভব কেননা এর মধ্যেকার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান বাজারে প্রচলিত যে কোন জৈব সারের তুলনায় উন্নতমানের।

কেন জৈব সার ব্যবহার ?

জৈব সারের বিভিন্ন গুনাগুনের কারনেই আমরা এই সার ব্যবহার করব। এগুলো হল:

- **মাটির বাহ্যিক কাঠামো** : জৈব সার মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে, উদ্ভিদের শিকরকে খুব সহজেই মাটির গভীরে যেতে সহায়তা করে এবং মাটির তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখে।
- **মাটির পুষ্টি** : জৈব সার মাটির খাদ্য হিসাবে কাজ করে। এটি মাটিতে বিভিন্ন উপকারি উপাদান বৃদ্ধি করে। মাটির স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কমাতে সাহায্য করে।
- **মাটির জৈব উপাদান** : এই সার মাটির জন্য উপকারি অনুজীব বৃদ্ধি করে, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে, ফসলের রোগ প্রতিরোধ করে। সর্বোপরি এটা মাটির প্রাকৃতিক ছাকনি হিসাবে কাজ করে।

মানব বর্জ্য থেকে তৈরি জৈব সারের ধারণা

মানব বর্জ্য একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার। বিভিন্ন দেশে এই জৈব সার ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানব বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরি সম্পূর্ন একটি নতুন ধারনা। বিভিন্ন গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত থেকে আমরা দেখেছি যে মানুষের বর্জ্য থেকেও উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার তৈরি করা সম্ভব। এটি হলে আমাদের দুটি উপকার হবে:

- পরিবেশের সুরক্ষা
- ফসলের ব্যাপক উৎপাদন

সমপরিমাণ গোবর সার ও মানব বর্জ্য জৈব সারের মধ্যে পুষ্টি উপাদানগত পার্থক্য:

সার	নাইট্রোজেন(%)	ফসফরাস(%)	পটাশিয়াম(%)
মানব বর্জ্য জৈব সার	১.৫৮	১.৫৩	০.২৫
গোবর সার	১.০২	০.৭	১.০০

(*Source: Elisabeth Kvarnström, Draft mission report)*

মানব বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরির পদ্ধতি

০১. পিট বর্জ্য সংগ্রহ
০২. রৌদ্রে ভালভাবে শুকানো
০৩. ভালভাবে গুড়া করা
০৪. ছাই মিশানো (যদি প্রয়োজন হয়)
০৫. চালুনি দিয়ে ছেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ যেমন ইটের টুকরা, কাঁচ, গাছের শিকর ইত্যাদি আলাদা করা
০৬. বস্তায় ভরা

ব্যবসার ধারণা

উদ্যোক্তা

- পিট
- পিট বর্জ্য সংগ্রহ
- প্রক্রিয়াজাত করণ
    ১. রোদে শুকানো
    ২. ভালভাবে গুঁড়া করা
    ৩. ছাই মেশানো (যদি প্রয়োজন হয়)
    ৪. ছাঁকা
- মাপা ও বস্তায় ভরা
- ভালভাবে সংরক্ষণ
- বিক্রি
- কৃষক কর্তৃক ব্যবহার

গ্রাম নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন কমিটি

ব্র্যাক সম্প্রতি গ্রহণ করেছে ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচি। ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা অপরিহার্য। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এ ধরনের কর্মসূচি বাস্ত-বায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে পৃথক পৃথক কমিটি বা টাস্ক ফোর্স থাকলেও গ্রাম পর্যায়ে যথাযথ সাংগঠনিক অবকাঠামো নেই। কর্মসূচির ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কমিটি গঠনের মাধ্যমে একটি সাংগঠনিক অবকাঠামো তৈরি করা হয় ।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির লক্ষ্য

গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি উন্নয়ন অবকাঠামো তৈরি করা যাতে কর্মসূচির স্থায়িত্ব বিধান করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয়।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির উদ্দেশ্য

গ্রামের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, সকল কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- ❖ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রাম ও পাড়াভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ।
- ❖ নিজস্ব তহবিল গঠন করে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারকে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনয়ন।
- ❖ মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কর্মসূচি উন্নয়ন ।
- ❖ কর্মসূচির ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে স্থায়িত্বশীল সাংগঠনিক অবকাঠামো তৈরি ।

ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে গ্রাম ওয়াশ কমিটি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে

- ❖ বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে সমন্বয়সাধন।
- ❖ স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ করে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান ।
- ❖ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ।

- ❖ প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও তার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ।
- ❖ নিরাপদ পানি প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ।
- ❖ কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রাম ওয়াশ কমিটির হাতে ন্যস্তকরণ।

গ্রাম ওয়াশ কমিটির গঠন কাঠামো

গ্রাম ওয়াশ কমিটি সাধারণত ১১ সদস্য (৬ জন মহিলা ও ৫ জন পুরুষ) নিয়ে গঠন করা হয়।

গণ্যমান্য/নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (শিক্ষক অগ্রাধিকার)	০১ জন	সভাপতি
শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা)	০১ জন	সদস্য
মসজিদের ইমাম/ধর্মীয় নেতা	০১ জন	কোষাধ্যক্ষ
গ্রাম ডাক্তার/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিনিধি	০১ জন	সদস্য
স্থানীয় এনজিও/ সিবিও (ক্লাব/সমিতি) প্রতিনিধি	০১ জন	সদস্য
ভিডিপি (মহিলা) সদস্য	০১ জন	সদস্য
কিশোরী প্রতিনিধি	০১ জন	সদস্য
স্বাস্থ্যসেবিকা	০১ জন	সদস্য
অতিদরিদ্র/ভিজিডি কার্ডধারী মহিলা	০১ জন	সদস্য
পল্লীসমাজের সদস্যা/ ব্র্যাক ভিও প্রতিনিধি	০১ জন	সদস্য
যুব (মহিলা) প্রতিনিধি	০১ জন	সদস্য সচিব
মোট	১১ জন	

- *সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য, ওয়ার্ডের সদস্য ও ইউনিয়নের ব্র্যাক ওয়াশ কর্মী কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। যদি উক্ত শ্রেণীর লোক না পাওয়া যায় তাহলে গণ্যমান্য ব্যক্তিকে উপদেষ্টা করা যাবে।*
- *রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য করা যাবে না। তবে উপদেষ্টা করা যাবে।*
- *কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে*

গ্রাম ওয়াশ কমিটির কার্যক্রম

একটি নির্দিষ্ট গ্রামের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল শক্তি ও মাধ্যম হিসেবে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে এই কমিটি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ ও উদ্যোগ নিতে পারে :

❖ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি :

বাড়ি পরিদর্শন, মসজিদ/অন্যান্য ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনার মাধ্যমে গ্রামের জনগণকে স্বাস্থ্যসচেতন করা।

❖ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন :

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রামের প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

❖ স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা :

গ্রামের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ওয়াশ কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতন করা এবং স্কুলের টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

❖ আর্সেনিক সমস্যা নিরসন :

আর্সেনিক সমস্যা নিরসনের জন্য গ্রামের বর্তমান টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা অথবা পুনঃপরীক্ষা, নতুন স্থাপনকৃত টিউবওয়েল পরীক্ষা করা এবং বিকল্প প্রযুক্তি স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

❖ নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :

গৃহস্থালীর পচনশীল বর্জ্য, টিউবওয়েলের পানি এবং গ্রামের অন্যান্য বর্জ্য পদার্থের (পুকুর-ডোবা-খালের ময়লা পানি ও আবর্জনা) সুষ্ঠু নিষ্কাশন/অপসারণের জন্য গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধকরণ।

❖ তহবিল গঠন :

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য নিজস্ব তহবিল গঠন।

❖ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ :

গ্রামের স্থায়ী সম্পদসমূহের (ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল প্রভৃতি) সুষ্ঠু পরিচালনা মেরামত ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

❖ মনিটরিং :

গ্রামে স্থাপিত ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ অন্য ওয়াটসান হার্ডওয়্যার/উপকরণসমূহের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার বিষয়টি মনিটরিং করা।

গ্রাম ওয়াশ কমিটি হিসাবে সদস্যদের সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. পরিকল্পনা :

- গ্রাম ও পাড়াভিত্তিক বাৎসরিক/দ্বিমাসিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা

২. তহবিল সংগ্রহ করা :

- কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা
- গ্রামের সচ্ছল ও বিত্তবানদের কাছ থেকে এককালীন চাঁদা, অনুদান সংগ্রহ, কোরবানীর চামড়া, মৌসুমি ধান/ফসল প্রভৃতি গ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল গঠন করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) স্যানিটেশন তহবিল থেকে গ্রামের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৩. বাস্তবায়নে সহায়তা করা :

- স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সম্পৃক্ত করে স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সচেষ্ট করা।
- গৃহস্থালীর বর্জ্য ও পচনশীল (রান্নাঘরের) বর্জ্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে গর্তে ফেলা নিশ্চিত করা।
- গৃহস্থালীর বর্জ্য পানি ও টিউবওয়েলের গোড়া পাকাকরণ এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- প্রতি বছর টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা নিশ্চিত করা
- ল্যাট্রিন ও বর্জ্য ফেলার গর্ত ভরাট হয়ে গেলে তা মাটিচাপা দিয়ে নতুন গর্ত তৈরির জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা ওয়াটসান কমিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া।
- গ্রামের সকলের বাড়িতে ল্যাট্রিন স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৪. লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মনিটরিং :

- কার্যক্রম মনিটরিং-এ ছাত্রছাত্রী ও সংগঠিত গ্রুপের মহিলাদের নিয়ে পৃথক পৃথক মনিটরিং দল গঠন করা।
- মনিটরিং দলের কার্যক্রম ফলোআপ করা ।

৫. সভা করা :

- কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা ।
- কমিটির সভায় কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রয়োজনবোধে গ্রামের নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করা।

৬. ওয়াটসান-সহ অন্যান্য স্যানিটেশন ফোরামে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করা :

- ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে প্রতি বছর জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন করা।
- স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও মহিলা-পুরুষ উপস্থিত করা।
- জনগণের স্বাস্থ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্য স্বাস্থ্যফোরাম বা জারিগানের আসর/গণনাটক/ফিল্ম শো/ভিডিও শোর আয়োজনে সহায়তা করা।
- এলাকার গ্রামডাক্তার,স্বাস্থ্যকর্মী এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সকলকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

মূল ফোকাস

- সুষ্ঠ মিটিং পরিচালনার মাধ্যমে গ্রাম ওয়াশ কমিটির কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানা সম্ভব হবে।
- সুষ্ঠ মিটিং পরিচালনার মাধ্যমে গ্রাম ওয়াশ কমিটিরউৎসাহ উদ্দীপনা ধরে রাখা।

সভা

সভা

কোন পূর্বনির্ধারিত বিষয় নিয়ে দুই বা ততোধিক লোকের আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক ভাবে একত্র হয়ে আলোচনার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে সভা বলে।

সভার উদ্দেশ্য

- তথ্যের আদান-প্রদান ও মূল্যায়ন
- সমস্যা নিয়ে আলোচনা
- দলীয়ভাবে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের উপায়
- দ্বন্দ্ব নিরসন
- জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- উদ্বুদ্ধকরণ
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ
- পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
- দায়িত্ব বণ্টন
- দলীয় কাজের পরিবেশ সৃষ্টি

সভা পরিচালনায় করণীয়

সভা পরিচালনার পূর্বে করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বেই জানানো
- তথ্য সংগ্রহ এবং সবার সামনে তুলে ধরার উপযোগী করা
- ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ
- সভার স্থান, তারিখ এবং সময় নির্ধারণ
- উপকরণাদি প্রস্তুতকরণ

সভা পরিচালনাকালীন সময় করণীয়

- যথাসময়ে সভা শুরু করা
- অংশগ্রহণকারীদেরকে সভায়
- যথাসময় উপস্থিতি নিশ্চিত করা
- ধাপ অনুযায়ী সভা পরিচালনা করা।
- রেজুলেশন লেখা।

সভার পরে করণীয়

- এ পযার্য়ে প্রতিশ্রুতিগুলো মাঠ পর্যায়ে অনুসরণ করা
- বিশেষ ক্ষেত্রে Re-inforce করা
- প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রশংসা করা
- পরবর্তী সভার জন্য যোগাযোগ করা।

সভা পরিচালনার ধাপসমুহ

১. সভাপতির আসন গ্রহণ
২. কুশল বিনিময় ও অনুপস্থিত সদস্যদের খোঁজখবর নেওয়া
৩. বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করা ।
৪. পূর্ববর্তী সভার রেজুলেশন অনুমোদন
৫. উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা।
৬. পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে সকলকে অবগত করা
৭. বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা
৮. পারস্পরিক আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
০১. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।
০২. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ
০৩. সভার সারাংশ ব্যাখ্যা করা
০৪. রেজিস্টার খাতায় রেজুলেশন লেখা
০৫. পরবর্তী সভার দিন, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ এবং সম্মতি গ্রহণ
০৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা

গ্রাম ওয়াশ কমিটির সভা পরিচালনায় করণীয়

- ওরিয়েন্টেশনের দিনেই কমিটি প্রথম সভার তারিখ সময় ও স্থান নির্ধারণ করবে। তবে সভার সময় ও স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যাদের মতামত প্রাধান্য পাবে।
- সভার আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ একটি নিদিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব সংশ্লিষ্ট ব্র্যাককর্মীর সহায়তায় এই দায়িত্ব পালন করবেন।
- প্রত্যেকটি সভায় পূর্ববর্তী সভার লিপিবদ্ধ বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মতিসাপেক্ষে অনুমোদন লাভ করবে।
- প্রথম সভার মাধ্যমে এই কমিটি সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে দায়িত্ব বণ্টন করবে।
- কমিটি তার পরবর্তী সভা কোথায় এবং কখন আয়োজন করবে তার সম্ভাব্য পরিকল্পনা চলতি সভার মাধ্যমেই জানিয়ে দেবেন।
- সভায় কোন বিষয়ে কোন ধরনের বিরোধ দেখা দিলে কমিটি সুকৌশলে তা মিটিয়ে ফেলবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে আলোচিত বিষয়ের উপর ঐকমত্য সৃষ্টি করবে।
- কমিটির মোট সদস্যের ১/৩ অংশ সভায় উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে। কোন কারণবশত কোরাম পূর্ণ না হলে পুনরায় তারিখ নির্ধারণ করে সভার কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হবে।
- প্রয়োজনবোধে কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ জমা রাখার জন্য স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খোলা যেতে পারে।

কর্ম পরিকল্পনা

গ্রাম কর্মপরিকল্পনা

কোন কাজ সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে সমাধান করার জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা আবস্যক। কর্মপরিকল্পনাবিহীন কোন কাজই প্রত্যাশিত ফল দেয় না। প্রতিটি কাজের কর্মপরিকল্পনা নিতে হয়। এই পরিকল্পনা শ্রেণি বা কাজের ভিত্তিতে হতে পারে। গ্রাম ওয়াশ কমিটি কম পরিকল্পনার মাধ্যমে এলাকার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই চিহ্নিত করে তারপর তার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

যেমন: পানি বিষয়ক, হাইজিন বিষয়ক, কিংবা স্যানিটেশন বিষয়ক কাজের বা সমস্যার সমাধানে কর্মপরিকল্পনার আলোকে হতে পারে।

- সুব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা
- একজন ভাল পরিকল্পনাকারী নির্ধারিত সময়ে কাজটি সঠিকভাবে করতে পারে
- একজন ভাল পরিকল্পনাকারী দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে
- একজন ভাল পরিকল্পনাকারী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোন কঠিন কাজ সমধান করতে পারে
- একটি গ্রামের উন্নয়নের জন্য ভাল ব্যবস্থাপক একান্ত আবশ্যক
- নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্পর্কিত বার্তা কার্যকরভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

কর্মপরিকল্পনা তৈরির ধাপসমূহ

১. কাজের নাম

২. টার্গেট/ লক্ষ্য

৩. বাস্তবায়ন কৌশল সমূহ

৪. সময়

৫. স্থান নির্ধারণ/নির্বাচন

৬. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ

৭. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগী যারা

৮. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর মনিটরিং করা

মনিটরিং-এর প্রয়োজনীয়তা

১. কাজের ভুলত্রুটি ও অগ্রগতি যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য
২. কাজের গুণমানের স্বচ্ছতা আনয়ন করার জন্য।
৩. কমিটির মধ্যে কাজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য।
৪. চলমান কাজের অবস্থান পরিমাপ করার জন্য।
৫. কাজের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য।
৬. পরবর্তী পরিকল্পনা নেওয়া সহজ করার জন্য।
৭. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ করার জন্য ।
৮. চলমান কাজের গতিশীলতা বাড়ানোর জন্য।
৯. কাজের বর্তমান অবস্থা জেনে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।
১০. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য।

লক্ষ্মীপুর গ্রাম ওয়াশ কমিটির বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা (নমুনা কপি)।

উদ্দেশ্য	--	মলযুক্ত লক্ষ্মীপুর গ্রামে পানিবাহিত রোগ নির্মূল করা।
০১. কাজের নাম	--	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন নিশ্চিত করা।
০২. টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা	--	১০টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ৪টি ওয়াটারসিল ভাঙা পায়খানা পুনর্নির্মাণ।
০৩. পদ্ধতি বা বাস্তবায়ন কৌশল	--	স্থানীয় সম্পদসমূহ (বর্তমান সম্পদসমূহ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সম্পদসমূহ)
০৪. সময়	--	৩ মাস
০৫. স্থান নির্বাচন	--	লক্ষ্মীপুর উত্তর পাড়া
০৬. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ	--	কেরামত আলী, রহমত আলী, আব্দুল করিম
০৭. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগী যারা	--	ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি
০৮. কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর গুণমান মনিটরিং করা	--	ব্র্যাক কর্মসূচি সংগঠক ও ওয়াশ কমিটির সদস্য

গ্রাম ওয়াশ কমিটির দ্বি-মাসিক কর্মপরিকল্পনার ছক

গ্রাম ওয়াশ কমিটির বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয় কাজের তালিকা	কার্যাবলি বাস্তবায়নের সময়সূচি												বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য
		জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রি	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	
স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক														
পানিবিষয়ক														
স্যানিটেশন বিষয়ক	১০টি পায়খানা নির্মাণ													কেরামত আলী,রহমত আলী , আব্দুল করিম
	৪টি পায়খানা পুনঃ স্থাপন।													কর্মসূচি সংগঠক ও ওয়াশ কমিটির সদস্য

কাজের নাম	টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন কৌশল	সময়কাল	স্থান নির্বাচন	পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ	কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগী যারা	মান মনিটরিং

রেকর্ড সংরক্ষণ

কোন সংগঠন ,অফিস , কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য রেকর্ড সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। যে কোন কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করা থাকলে ঐ রেকর্ডের আলোকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহন করা যায়। একটি নির্দিষ্ট সময়পরিক্রমার মধ্যে ওয়াশ কমিটির উন্নয়নপ্রক্রিয়াকে কাঠামোগতভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য রেকর্ড সংরক্ষণ অন্যতম উপাদান বলে বিবেচিত।

রেকর্ড সংরক্ষণের তালিকা

১. গ্রামের সামাজিক মানচিত্র
২. সামাজিক তথ্যাবলির প্রতিবেদন (সামাজিক মানচিত্র থেকে প্রাপ্ত)
৩. কমিটি মিটিং-এর রেজুলেশন খাতা
৪. সরকারি বেসরকারী অফিসে যোগাযোগের চিঠিপত্রের ফাইল
৫. কর্মপরিকল্পনা ফাইল
৬. আয়-ব্যয় হিসাব রেজিস্টার

রেকর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

১. শৃঙ্খলা বজায় থাকে
২. কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা সহজ হয়
৩. সঠিকভাবে কাজের কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা যায়
৪. কাজের সচ্ছতা বজায় থাকে
৫. নথিপত্র প্রমাণস্বরূপ দেখানো যায়
৬. কমিটির সদস্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়
৭. রিপোর্ট তৈরি করা সহজ হয়
৮. ভুলত্রুটি সংশোধন করা সহজ হয়

জন-যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন

মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগাযোগ অপরিহার্য। যোগাযোগ ছাড়া মানুষ অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আদানপ্রদান করা হয়। মূলত যোগাযোগ হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া।

যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা

- সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে
- সচেতনতা সৃষ্টিতে
- নিজ অধিকার সম্পর্কে জানতে
- অন্যের মনোভাব জানতে
- মৌলিক চাহিদা জানাতে
- সমাজের পূর্ব অবস্থা (অতীত) জানতে
- সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে
- সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে

সমন্বয়

সমন্বয় একটি দলগত প্রচেষ্টা। দলগত কাজের মাধ্যে সামঞ্জস্য, সংহতি ও সময়ের সমন্বয় বিশেষভাবে দরকার। কোন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বয়ের মাধ্যমেই সংগঠনের ভেতরের অংশের এবং প্রতিষ্ঠানের বাইরের কার্যাবলির মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব হয়। তাই গ্রাম ওয়াশ কমিটির ক্ষেত্রে যোগাযোগের পাশাপাশি সমন্বয় সাধন অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে ।

গ্রাম ওয়াশ কমিটি সদস্যদের যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা

- যোগাযোগের মাধ্যমে সকলকে নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা যায়।
- যোগাযোগের মাধ্যমে ওয়াশ কর্মসূচির স্বাস্থ্যবার্তা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা সম্ভব।
- সমাজের বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে ওয়াশ কর্মসূচির বাস্তবায়ন সম্ভব।
- ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে ওয়াশ কর্মসূচির বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া।
- ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করার মাধ্যমে সরকারি সুযোগসুবিধা গ্রহণ করা সহজ হয় ইত্যাদি।

গ্রাম ওয়াশ কমিটি সদস্যদের যোগাযোগ ও সমন্বয় ক্ষেত্রসমূহ :-

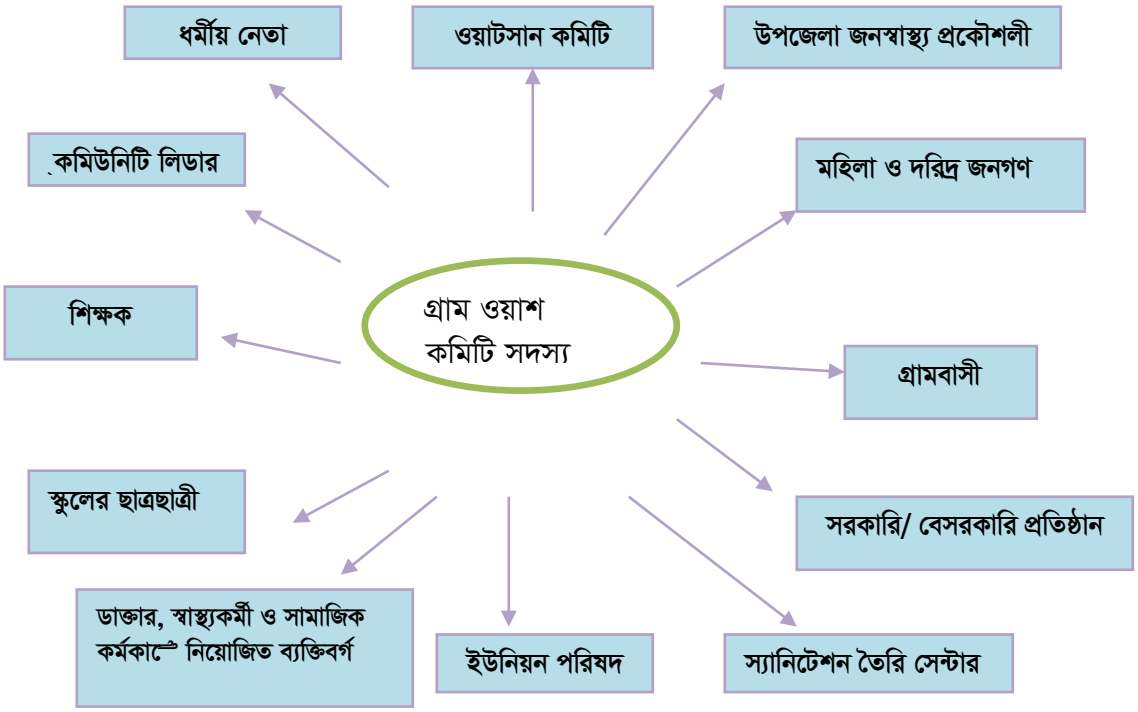

ওয়াটসন কমিটিতে সামাজিক মানচিত্র উপস্থাপন কৌশল

মানচিত্র উপস্থাপনে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ

- মানচিত্রের উত্তর দিক উপরে এবং দক্ষিণ দিক নিচে থাকবে।
- মানচিত্রের বাম পাশে উপস্থাপক দাঁড়াবেন।
- মানচিত্র এমন জায়গায় প্রদর্শন করবেন যাতে সকল অংশগ্রহণকারী ম্যাপটি ভালভাবে দেখতে পায়।
- উপস্থাপকের মানচিত্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।
- উপস্থাপনের সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

মানচিত্র উপস্থাপনে বাধা বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নরূপ

- অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ এর গুরুত্ব নাও দিতে পারে।
- মানচিত্র বিষয়ে উপস্থাপকের নিজের ধারণা কম।
- সঠিকভাবে উপস্থাপন না করতে পারলে হাসির রোল উঠতে পারে।
- অনেকে খেলা হিসেবে নিতে পারে।

উপস্থাপকের কি জানা উচিত

- আপনি কাদের জন্য উপস্থাপন করছেন।
- আপনি জনগন কে তি জানাতে চান।
- কখন আপনি উপস্থাপন করছেন (সকালে না বিকালে অথবা সন্ধ্যায়)।
- কোথায় উপস্থাপন করছেন।
- কেন উপস্থাপন করছেন (তথ্য জানানো না উদ্বুদ্ধ করার জন্য)

উপস্থাপনের ধারাবাহিকতা

- কুশল বিনিময় করা
- নিজের পরিচয় দেয়া
- আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা
- আলোচ্য বিষয় সকলের সামনে তুলে ধরা
- উক্তব্য সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা
- ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে তারা বুঝলো কিনা যাচাই করা
- কোন প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিয়ে আলোচনা শেষ করা

উপস্থাপন কৌশল

- গ্রামবাসীর সাথে সহজ ও সুন্দর ভাবে কথা বলা
- সকলের দিকে নজর রাখা
- হাসি মুখে কথা বলা
- গ্রামের প্রচলিত ভাষায় কথাবলা
- কঠিন শব্দ ব্যবহার না করা
- কথায় রসবোধ থাকা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় ব্যবহার করা

খানাপ্রধানকে উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলসমূহ

- ব্যক্তিপর্যায়ে আলোচনা করে
- দলগতভাবে আলোচনা করে
- সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করে
- ভাল উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে
- ভাল কাজের প্রশংসা করে
- সুষ্ঠু জন-যোগাযোগের মাধ্যমে
- দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে
- সফলতা অর্জনের সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে

চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

- চেয়ারম্যানের নিকট যাওয়ার সময় নির্ধারণ করা
- অনুমতি নিয়ে রুমে প্রবেশ
- সালাম দেওয়া এবং কুশল বিনিময় করা
- অনুমতি নিয়ে কথা বলা
- সুন্দর ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করা
- তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা
- যুক্তি দিয়ে কথা বলা

চেয়ারম্যানকে উদ্বুদ্ধকরণে সম্ভাব্য কৌশলসমূহ

১. এলাকার স্যানিটেশনের বর্তমান খারাপ দিকগুলি তুলে ধরা
২. স্যানিটেশন ব্যবস্থার খারাপ দিকের কারণে এলাকার জনজীবন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা তুলে ধরা
৩. বিভিন্ন রোগব্যাধি বিস্তারের বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় জানতে চাওয়া
৪. এডিপি-র ২০% বরাদ্দের উপর যে ইউনিয়নবাসীর অধিকার আছে তা তুলে ধরা
৫. এডিপি-র ২০% বরাদ্দ সম্পর্কে ইউনিয়নবাসী যা জানে তা তুলে ধরা
৬. ২০% টাকা খরচের পরিকল্পনা কীভাবে করা হয়েছে তা জানতে চাওয়া
৭. এব্যাপারে UNO বা সরকারের পরিকল্পনা কি তা জানতে চাওয়া
৮. চেয়ারম্যানের ভাল কাজের প্রশংসা করা
৯. পাশাপাশি ইউনিয়নের ভাল কাজের সাথে তুলনা করা
১০. অতিদরিদ্রদের জন্য ২০% অনুদান চাওয়া

নেতৃত্ব

মূল ফোকাস:-

- গ্রাম ওয়াশ কমিটির প্রতিটি সদস্যকে নেতার উপযোগী করে গড়ে তোলা
- ইউনিয়ন পরিষদের মিটিংএ গ্রামের সমস্যা সঠিকভাবে তুলে ধরা
- গ্রাম বাসিকে উদ্বুদ্ধ করে ওয়াশ কার্যক্রম এর সফল বাস্তবায়ন করা

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

১. নেতাবিহীন কোন কাজ কখনই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয় না।
২. নেতৃত্ব জোর করে অর্জন করা যায় না, কাজের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়
৩. একা একা নেতৃত্ব দেওয়া যায় না, চাই সকলের অংশগ্রহণ।
৪. সঠিক নেতৃত্ব সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে।
৫. একজন ভাল নেতাকে সকলে অনুসরণ করে।
৬. একজন আদর্শ নেতা সমাজে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।
৭. সমাজের বেশির ভাগ মানুষ যাকে অনুসরণ করে সেই পারে সমাজ/গ্রাম পরিবর্তন করতে।
৮. নেতা ছাড়া সমাজের কোন সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। আসুন, তাই সকলে মিলে সমাজ/গ্রাম পরিবর্তনে যোগ্য নেতৃত্ব দিই।

আদর্শ নেতার গুণাবলি

১. মানুষের প্রতি মমত্ববোধ থাকা
২. এলাকার সমস্ত খোঁজখবর রাখা
৩. মানুষের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা
৪. নিরপেক্ষ থাকা
৫. সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা
৬. ধৈর্যসহকারে সকলের কথা শোনা
৭. ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতা
৮. সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান করতে পারা
৯. হাসিমুখে কথা বলা
১০. এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করতে পারা
১১. মার্জিত কথাবার্তা ও ব্যবহার করা
১২. সৎ ও চরিত্রবান হওয়া
১৩. উপস্থিত বুদ্ধি থাকা
১৪. মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মানসিকতা

সম্পর্ক উন্নয়ন

মানবিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দবিন্যাস

আমি স্বীকার করি আমি ভুল করেছি

আপনি একটি ভাল কাজ করেছেন

এক্ষেত্রে আপনার মতামত কী?

আপনি কি অনুগ্রহপূর্বক

আপনাকে ধন্যবাদ

মানবিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বহীন শব্দ হচ্ছে

আমি

দলীয় কাজ

সমাজে একত্রে কাজ করার ফলাফল

একটি দল হল কিছু ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, যারা অবশ্যই পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের এবং সংস্থার বা কমিউনিটির লক্ষ্য অর্জনে মিলেমিশে কাজ করে এবং সেখানে সবাই একটি ইতিবাচক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়।

একত্রে কাজ করার ধারাবাহিক বিন্যাস

- একত্রে কাজ করার জন্য অবশ্যই সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে।
- একত্রে কাজ করার জন্য একটি নীতিমালা থাকবে যার ভিত্তিতে প্রত্যেকে উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করবে।
- একত্রে কাজ করার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই পারস্পরিক নির্ভরশীল হতে হবে।
- একত্রে কাজ করার জন্য অবশ্যই খোলামেলা তথ্যপ্রবাহ থাকতে হবে।
- দলীয় কাজের প্রতি সকল সদস্যকে অনুগত থাকতে হবে।

কার্যকরি দল গঠনের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যসমূহ

- দলের লক্ষ্যসমূহ দলের সদস্যদের অবশ্যই পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে এবং তাদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- দলের সদস্যরা তাদের ধারণা ও অনুভূতি অবশ্যই সঠিক এবং পরিষ্কারভাবে নিজেদের মধ্যে বিনিময় করবেন।
- নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অবশ্যই দলের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- পরিস্থিতির চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতিমালাকে নমনীয় হতে হবে।
- দলের ক্ষমতা ও প্রভাব হবে সমান। মূল ভিত্তি হবে দক্ষতা, কর্মক্ষমতা এবং তথ্যবহুলতা যা নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল হবে না।
- দলের মধ্যে যারা বিপরীত মতামত ও ধারণা পোষণ করেন তাদের উৎসাহিত করতে হবে। কারণ দ্বন্দ্ব দলের মধ্যে সম্পৃক্ততা আনয়ন করে, সিদ্ধান্তগ্রহণে সৃজনশীলতা ও গুণমান বৃদ্ধি করে সিদ্ধান্তসমূহ প্রয়োগের জন্য সদস্যদের আনুগত্যশীল করে তোলে।

দলের সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু পরামর্শ

১. দলের মধ্যে নিজের সমস্যা সমাধান করে বসে থাকলে হবে না অন্যের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

২. অনেক সময় নিজের সমস্যার সমাধান অন্যজনের সমস্যা সমাধানের প্রতিবন্ধকতা হতে পারে তা উপলব্ধি করা।

৩. সমস্যা সমাধানে অন্যের কষ্টকর প্রচেষ্টা উপলব্ধি করতে হবে।

৪. দলীয় সম্মান ও দল রক্ষার কারণে দলের অন্যের জন্য নিজে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

৫. দলীয়ভাবে সমাধানের জন্য নিজ সমস্যাকে নিজের মনে না করে দলের মনে করে দলের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।

৬. দলের সম্মান ও দল রক্ষার জন্য কাউকে না কাউকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

শিখন

- সম্মিলিত উদ্যোগে সমাজেকল্যাণমূলক যে কোন কঠিন কাজ করা সম্ভব
- দলের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর দলের গতিশীলতা নির্ভর করে
- পারস্পরিক সহযোগিতায় দলের গতি বেড়ে যায়
- দলের সকল সদস্য সক্রিয় হলে দলে নতুন নতুন নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে
- দলই কর্মময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে

মূল শিখন

- দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ
- দশের লাঠি একের বোঝা

VWC-র সভাপতি ও সদস্যসচিবগণ নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলো পালন করবেন

১. প্রশিক্ষণ শেষে সকল সদস্যদের (১১জন) নিয়ে মিটিং করবেন।

২. সকল সদস্যের বাড়িকে একটি আদর্শ বাড়ি হিসাবে তৈরি করবেন।

আদর্শ বাড়ির বৈশিষ্ট্য

- বাড়িতে ওয়াটারসিলযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন এবং তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।
- পায়খানায় সাবান স্যান্ডেল ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি থাকবে।
- টিউবওয়েলের গোড়া পাকা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকবে।
- বাড়ির পাশে গর্ত থাকবে, সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলবে।

৩. ওয়ার্ড মেম্বারসহ অন্যদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ তৈরি করবেন।

৪. স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিত করবেন।

৫. কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও ২ মাস পরপর মিটিং করবেন।

৬. গুণমান সম্পন্ন রিং-স্লাব উৎপাদনে স্থানীয় উদ্যোক্তাকে সহযোগিতা করবেন। বিশেষ করে ওয়াটারসিলের ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

পরিভাষা

নিরাপদ পানি	জীবাণুমুক্ত, সহনীয় মাত্রায় রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি, যা পান ও ব্যবহারে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না ।
নিরাপদ পানির উৎস	ভূপৃষ্ঠস্থ: বৃষ্টি, পুকুর ও নদীর পানি ; ভূগর্ভস্থ : অগভীর স্তর, গভীর স্তর
স্যানিটেশন	মানুষ ও পশুপাখির মলমূত্র, পরিত্যক্ত বর্জ্য, ময়লা আবর্জনা স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ব্যবস্থাপনা ।
স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন	ওয়াটারসিলযুক্ত রিং-স্লাব ল্যাট্রিন
সহস্রাব্দ লক্ষ্য	২০০০ সালে ১৮৯টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ২০১৫ সাল নাগাদ বিশ্বের উন্নয়নের জন্য ৮টি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছেন। ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে: দারিদ্র্য, শিক্ষা, জেন্ডার, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ, পরিবেশ এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।
স্বাস্থ্যবিধি	পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং অভ্যাসগঠন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

শব্দ-সংক্ষেপ ব্যাখ্যা

ADP	Annual Development Program
BHP	BRAC Health Program
CSP	Child Survival Program
DPHE	Department of Public Health Engineering
EHC	Essential Health Care
HNPP	Health Nutrition and Population Program
LGED	Local Government Engineering Department
MDG	Millennium Development Goal
OTEP-PHC	Oral Therapy Extension Program-Primary Health Care
PRA	Participatory Rural Appraisal
SK	Shasthya Kormy
SS	Shasthya Sebika
SSHE	School Sanitation and Hygiene Education
UNO	Upazila Nirbahi Officer
VSC	Village Sanitation Centre
VWC	Village WASH Committee
WATSAN	Water and Sanitation
WASH	Water, Sanitation and Hygiene